‘মার্টিন ক্রো এবং আমি একসাথে যে কাজগুলো করছি তা বিভিন্ন ভাবেই অসাধারণ। আমাদের কাছে শিল্প কোন স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্য কিংবা আর্থিক লাভের পন্থা নয়; বরং জীবনকে জানাবোঝার একটি মাধ্যম মাত্র।’
---- রোনাল্ড ভ্যান মার্কেষ্ট্যাইন, ডেন হেইগ

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা বিশ্বের অন্যতম জনবহুল শহরগুলোর একটি। এর জনসংখ্যা প্রায় দেড় কোটি। ফি বছর ৩৫০,০০০সংখ্যক মানুষ ঢাকার অভিবাসি হতে এ শহরে ভীড় জমায়। সর্বোপরি প্রায় চার লক্ষ রিক্সার এ শহরে বেঁচে থাকার জন্যে যে কঠিন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয় তা একজন সাধারন মানুষের পক্ষে বেশ কষ্টকর বটে। আবাসন ব্যবস্থা, যানবাহন,সুবিচার, খাদ্য, স্বাস্থ্য সেবা এবং কর্মসংস্থানের মতো ব্যাপারগুলো নিয়ে এ শহর যে সমস্যার সম্মুখীন; তার সমাধান প্রায়অসম্ভব। কিন্তু এর শুরু কোথা থেকে?

সামাজিক দুরাবস্থার নানা দিকগুলো তুলে ধরতে চলতি গ্রীষ্মে তিন মাসব্যাপী একটি ব্যাতিক্রমী প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। এর পরিকল্পনায় রয়েছে ‘ফেকটরি আর্ট স্টুডিও’-র ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর শিল্পী ও দার্শনিক মার্টিন/মার্টগাইন ক্রো এবং শিল্পী ভ্যান মার্কেষ্ট্যাইন। উদ্যোগটিকে সফল করতে পঞ্চাশটিরও বেশি সংগঠন, স্থানীয় শিল্পী, স্কুল/কলেজের শিক্ষার্থী, একটি অনাথাশ্রম এবংবিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষকদের নিয়ে একসাথে কাজ করছি। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে- ঢাকার প্রকৃত ও দ্বান্দিক মিশ্র রূপটিকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা। সচেতনতা এবং দায়িত্ববোধ তৈরি করতেই আমাদের আয়োজন। যত দ্রুত আমরা এ ব্যাপারে জানবো তত দ্রুতই নিজের দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সজাগ হওয়া সম্ভব। ‘ঢাকা প্রজেক্ট’ সম্পর্কে ক্রো বলেন- ‘এটি এমনএকটি আন্তর্জাতিক প্রকল্প যেখানে সিষ্টেমের কাছে অদেখা মুখের মানুষের মানবতা ফিরিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা। একবার ঢাকায় প্রবেশ করলেই প্রতিটি মানুষ সংবেদনশীল মানবিক চেতনায় নিমজ্জিত হতে বাধ্য। এই রঙ্গিন বিশৃঙ্খল এবং ঘনবসতিপূর্ণ নগরে সব কিছুরই বহুলতা আছে। এ বহুমাত্রিক ঘোর ঢাকায় না পেলে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়; যেন অনেকটা সব ধারনারসামষ্টিকতার মতো বিশুদ্ধ ও বিশৃঙ্খল।

বর্তমান মূলধারার সংবাদ মাধ্যমগুলো থেকে যে বাংলাদেশের চিত্র পাওয়া যায় তা শুন্য বাগাড়ম্বর ছাড়া কিছুই না। এতে দেশের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি বা পরিবর্তন কোনটিই উঠে আসে না। ‘ঢাকা আর্ট প্রজেক্ট’ না বলা নীরব কন্ঠের সাথে তাদের মুখগুলোকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরে একটি প্রশ্নই করতে চায়-‘এ থেকে পালাবার কোন পথ আছে কি?’
এ মানুষদের না বলা গল্পগুলো তুলে ধরার অভিপ্রায়ে পঁচিশ জন শিল্পীর একটি গ্রুপ নিয়ে কাজ করছি ঢাকা আর্ট সেন্টার ওচারুকলা অনুষদে। প্রতিটি দল একটি সামাজিক ইস্যু নিয়ে কাজ করে সে মোতাবেক কো-ক্রিয়েশনের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্পকর্ম করবেন। প্রত্যেকে তাঁর নিজস্ব প্রতিভা ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অন্যান্য গ্রুপ এবং মার্টিনের সহযোগিতায় সবার সাথে আলোচনার মাধ্যমে এ প্রকল্পে অবদান রাখবেন। এ প্রকল্পে প্রতিটি অংশগ্রহনকারীকে নিজস্ব শিল্পের আরো গভীরতর রূপদানের মাধ্যমে বৃহত্তরসামাজিক আন্দোলনের অংশ করতে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে । তিন মাসব্যপি এই প্রজেক্টকে সফল করতে আয়োজিত হচ্ছে ব্লগ, নানা প্রদর্শনী, স্থিরচিত্র প্রদর্শন, আর্টিকেল এবং বক্তৃতা। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ভিতর ও বাহিরে অবস্থানরত বিভিন্ন দল ও সংগঠন যোগ দিয়ে বিশ্বের সামনে তাঁদের সম্মিলিত শিল্প, প্রদর্শনী নিয়ে আসবে; যার মাধ্যমে প্রকাশ পাবে একটি অভিব্যক্তি।